**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জুলাই/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয়সভার কার্যপত্র**

সভাপতি : কে এম আব্দুস সালাম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ২৩-০৮-২০২০ খ্রি:

সময় : বেলা ১১.০০ টায়

সভার স্থান : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

গত ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

|  |
| --- |
| **মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি**  |
| ক্রম/নং  |  বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| ১. | **মুজিববর্ষ উদযাপন** (ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাবকমিটি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।(গ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোটপিন,খাম,মগ কলম, ব্যানার, পোস্টার ও ব্যাজ ইত্যাদি তৈরি করতে হবে। (ঘ) ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) দেশে-বিদেশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্ম-পরিকল্পনা সীমিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্তৃক কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।(খ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।(গ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোটপিন,খাম,মগ কলম, ব্যানার, পোস্টার ও ব্যাজ ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (ঘ) বৈশ্বিক করোনা মহামারী সংক্রমণের কারণে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকায় ১৭ মার্চ, ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।  |
| ২. | (ক) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাবকমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। (খ) মুজিববর্ষের কর্ম-পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করতে হবে। | (ক) চলমান করোনা পরিস্থিতির কারণে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনের বিস্তারিত কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। তবে এই দিবসটিতে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের বাণী এবং মহাপরিদর্শকের বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে। (খ) চলমান করোনা পরিস্থিতির কারণে ২৮ এপ্রিল “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” পরিপূর্ণ উদযাপিত না হওয়ায় ধার্যকৃত বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি ওয়ার্ড প্রদান করা সম্ভব হয়নি।  |
| ৩. | (ক) মহান মে দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাবকমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।  | করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর সংক্রমণের কারণে মহান মে দিবসের কার্যক্রম পালিত হয়নি।  |
| ৪. | **শূন্যপদে জনবল নিয়োগ** (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি শূন্যপদ পূরণের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি দ্রুত পুনর্গঠনের পর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত কর্মচারী শাখার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পূরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালকে বিধি মোতাবেক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের পর শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত বিভাগীয় বাছাই কমিটির সভা গত ২৬-০২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সময়ে গ্রহণ করা হবে। (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতভুক্ত ৩য় শ্রেণির শূন্যপদের ছাড়পত্রের প্রস্তাব ০৮-০৭-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতভুক্ত ৩য় শ্রেণির শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ২৪-১১-২০১০ তারিখের ০৫.১৬৬.০২২.০০.০০.০৪৪.১৯৮৮.১৩৫৬(২৫০) নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মোট মঞ্জুরিকৃত পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের ১০% পদ সংরক্ষণপূর্বক পুনরায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে পত্র দেওয়া হয়।  (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পূরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্য পদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।(ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূন্য আছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং অফিস সহায়ক এর ০১(এক)টি পদে ৩০/০৭/২০২০খ্রি: তারিখ এর মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।  |
| ৫. | নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ(ক) গত ০৭/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম সংশোধনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | (ক) গত ০৭-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভার কাযবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নিয়োগবিধি সংশোধন এবং মতামতের জন্য গত ১০-০৩-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৫-১১-২০১৯ তারিখে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে সার্চ কমিটি ০২-০১-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের আলোকে অর্গানোগ্রাম সংশোধনপূর্বক নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ২৫-০২-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  |
| ৬. | APA **২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা** (ক) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।(খ) ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রথম অর্ধ-বার্ষিকীতে যে সমস্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তা আবশ্যিকভাবে পূরণের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের APA টিম প্রধান অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। | (ক) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত গত ১৭-০৬-২০২০ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ম্নত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক এপিএ’র চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইতোমধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাসিক (মার্চ/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২০ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কারণে এপিএ’র মাসিক সভা করা সম্ভব হয়নি। মে/২০২০ হতে জুন/২০২০) অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত APA টিম প্রধান এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫-০৫-২০২০, ২৮-০৬-২০২০ এবং ১২-০৭-২০২০ তারিখ মন্ত্রণালয়ে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য বলা হয়েছে।   |
| ৭. | **ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো**  (ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাক আবশ্যিকভাবে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। আইসিটি সেল শাখা/অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।  (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। (ঘ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটেগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান অব্যাহত থাকবে। | (ক) প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। জুলাই’ ২০২০ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ৮৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। (খ) আইসিটি সেলে আগত ডাকসমূহ সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়। অন্যান্য অধিশাখা/শাখা হতে ই-নথি বিষয়ক সহযোগিতা চাওয়া হলে আইসিটি সেল হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।(গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ১০০% নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  (ঘ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি সেল হতে তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।  |
| ৮. | **ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ**(ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (খ) শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর হাজিরা মনিটরিং করতে হবে। (গ) ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত না করলে নিয়মিত উপস্থিতি অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঙ) কোন কর্মচারী ছুটির আবেদন করলে তার অনুলিপি প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (চ) ছুটির বিষয়ে আইসিটি সেল কর্তৃক সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে হবে।  | (ক) আইসিটি সেলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ডিজিটাল হাজিরা প্রদান করেন।(খ) আইসিটি সেলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা মনিটরিং করা হয়।(গ) ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত না করলে নিয়মিত উপস্থিতি অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (ঘ) এ মন্ত্রণালয়ের সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়।(ঙ) কোন কর্মচারী ছুটির আবেদন করলে তার অনুলিপি প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হবে।(চ) এ সংক্রান্ত Mole Personal Information Management System নামক একটি ‍Software রয়েছে। প্রশাসন ও অন্যান্য শাখা থেকে এটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আইসিটি সেল প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।  |
| ৯. | **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ** (ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় সকল কর্মচারীকে ২য় পর্বে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যাল ও শ্রম আদালতসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে পিএটিসি/আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (ঘ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক সপ্তাহে একদিন সচিবের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Knowledge sharing-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা মনিটরিং করবে। | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০ জনকে ০২ দিন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  (গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যাল ও শ্রম আদালতসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে পিএটিসি/আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (ঘ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক গত ০৫-০৩-২০২০ তারিখে Knowledge Sharing ‍Session on ‘‘Positive Mind Set’’এবং ১২-০৩-২০২০ তারিখে Knowledge sharing ‍Session on “Good Governance” আয়োজন করা হয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারী সংক্রমণের কারণে সাপ্তাহিক এ Knowledge sharing-কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শাখা হতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। |
| ১০. | **তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ** (ক) প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/সচিব-এর বিদেশ থাকার বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ছবি ও চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে। (খ) আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ছবি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করবে আইসিটি সেল তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।  (গ) আইসিটি সেল প্রাপ্ত সচিত্র/তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করবে।  | (ক) সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।(খ) আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করা হলে আইসিটি সেল তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। (গ) আইসিটি সেলে কোনো সচিত্র/তথ্যাদি প্রেরণ করা হলে উক্ত সচিত্র/তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।  |
| ১১. | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি** (ক) অডিট আপত্তির প্রকৃত হিসাবের তথ্যের জন্য অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) নতুন ও পুরাতনসহ অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) যেসব অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮টি, কলকাখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৩১টি, শ্রম অধিদপ্তরের ৪১টি, শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের ১৪টি ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের ৫টি সর্বমোট ১৯৯টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভা আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ১২. | **বাজেট** (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।  | (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ১৯/০৭/২০২০ তারিখে বাজেট ২য় কোয়ার্টার-এর বিষয়ে (BMC) সভা করা হয়েছে। (গ) মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখা হতে ০৩টি ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ১৩. | **স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ।** (ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) স্থাবর সম্পত্তি স্ব-স্ব অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে। (গ) প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। | (ক) নামজারি / রেকর্ড সংশোধনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।(খ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ০৪ (চার) টি সিভিল, সিরাজগঞ্জে ০১ (এক) টি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩ (তিন) টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে। (গ) ০৪টি (১) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টঙ্গী, গাজীপুর, (২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর, (৩) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল, জৈন্তাপুর, সিলেট (৪) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়, জুড়ী, মৌলভীবাজার হতে প্রাচীর নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য পাওয়া গিয়েছে যা ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে মেটানো হবে।  |
| **১৪.** | **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি** (ক) দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগসহ পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর- জুলাই-২০২০ মাসে অভিযোগ প্রাপ্তি-৭০৮; নিষ্পত্তি-৬৮৩ নিষ্পত্তির হার ৯৬%। কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হয়। (খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হচ্ছে। |
| ১৫. | **ইনোভেশন আইডিয়া** (ক) গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। (গ) এটুআই প্রতিনিধিসহ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ভাবন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।  |
| ১৬. | **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি** **(**ক) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।  | (ক) মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান ডকুমেন্টারি হালনাগাদকরণ এবং নতুন ডকুমেন্টারি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। (খ) TVC তৈরি সংক্রান্ত কোন কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল থেকে তা প্রদান করা হয়।  |
| ১৭. | **আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং।** (ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত তৈরী software সচল রয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৭টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। (খ) আইন শাখা হতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সংশ্লিষ্ট, যে কোন কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে।  |
| ১৮. | **সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন**(ক) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। (খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) বৈশ্বিক করোনা মহামারী সংক্রমণের কারণে গত মার্চ, ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত শাখা পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নতুন ফরমেট অনুসরণপূর্বক শাখা পরিদর্শনের জন্য গত জুলাই মাসে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (খ) সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  |
| ১৯. |  **কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ** (ক) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসহ কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে “Online based Requistion and Inventory Management System” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। টেলিফোনে নগদায়ন ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া “এক সেবা” Platform এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। ২০২০-২১ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ* ডিজিটাল সেবা: ডিজিটাল সেবা বক্সের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতার মতামত পরিবীক্ষণ।

বাস্তবায়ন: বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। * একটি সেবা সহজীকরণঃ অনলাইন বেজড রিকুইজিশন এন্ড ইনিভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বাস্তবায়ন: ইতোমধ্যে প্রসেস ম্যাপসহ অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহায়তায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।* একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ: লিমা এর মাধ্যমে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটার্ন জমা প্রদান।

বাস্তবায়নঃ ১৮/১২/২০১৯ তারিখ হতে পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারী করা হয়েছে এবং ২৭/০২/২০২০ তারিখ হতে কার্যক্রমটি মাঠপর্যায়ে চালু করা হয়েছে। (গ) শ্রম অধিদপ্তরের ডিজিটাল সেবা “Online based Requistion and Inventory Management System” সেবা সহজীকরণ- Digital Medicine Management System ও উদ্ভাবনী উদ্যেগ-কর্মজীবী মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং ফলোআপ পদ্ধতির ড্রপ-আউট কমানো ইত্যাদি বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। (ঘ) এ মন্ত্রণালয়ের এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আইসিটি সেল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল থেকে প্রদান করা হবে।  |
| ২০. | **কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ** (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (গ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে।  (গ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।  | (ক) অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখা হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। (খ) করোনাকালীন বিশেষ পরিদর্শনের তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। (গ) অধিদপ্তর হতে কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি অব্যাহত রয়েছে এবং শ্রম আইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুবিধা বিদ্যমান। * ২০১৯-২০ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান- ৮,৬৬৬টি
* ২০১৯-২০ অর্থবছরে লাইসেন্স নবায়ন-২৫,৬৬৫টি

২০২০-২১ অর্থবছরে জুলাই/২০২০ মাসে ২৯০ টি লাইসেন্স প্রদান এবং ৫,৪৮২ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।(ঘ) ২০১৯-২০ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ৯০২টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে জুলাই, ২০২০ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ৩১টি।  |
| ২১. | **ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন।** (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। (খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | (খ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ফেব্রুয়ারী ২০২০ মাসে ১৪০টি আবেদনের মধ্যে ৪৫টি রেজিস্ট্রেশন, প্রত্যাখ্যান ০৯টি নথিজাতকরণ ১২টি প্রক্রিয়াধীন ৭৪টি, মার্চ মাসে ১২০ টি আবেদনের মধ্যে ২৯টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ময়মনসিংহে আদালতের নির্দেশে ০১টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, ০৫টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ৭২টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১৪ টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে, মার্চ/২০২০ মাসে পাওয়ারগ্রিড কোম্পানী লিমিটেড-এ সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এপ্রিল/২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৭২টি আবেদনের মধ্যে ০২টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে ৭০টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মে/২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৭০টি আবেদনের মধ্যে ০২টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ০২টি নথিজাতকরণ করা হয়েছে ৬৬টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **জুন**/২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৭৯টি আবেদনের মধ্যে ১৫টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ০৩টি প্রত্যাখ্যান ও ০৩টি নথিজাত করা হয়েছে ৫৮ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  |
| ২২. | **শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি** (ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।(খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালত চালুকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) আলোচ্য মাসে দায়ের ৪৫৪টি এবং নিষ্পত্তি ২০টি। বর্তমান মাসে ২০৬০৫টি মামলা অনিষ্পন্ন। নিষ্পত্তি হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান। (খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধামত সময়ে  সভা আয়োজনের নিমিত্ত সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতে  ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ২৩-০২-২০২০ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বরিশাল, সিলেট ও রংপুর উপপরিচালককে সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য জিও জারি করা হয়েছে। যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণ করে গত ১৯-০৭-২০২০ তারিখ টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তিকরণে জিও জারিপূর্বক অর্থ বিভাগে পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।  |
| ২৩. | **মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ**(ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে। (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। এ কার্যক্রমের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।  | (ক) (১) পেট্রোল পাম্প, ২) সল্ট ক্রাশিং, ৩) জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং, ৪) কোল্ড স্টোরেজ, ৫) ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ, ৬) স-মিল, ৭) হোমিওপ্যাথ কারখানা, ৮) রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ, ৯) টাইপ ফাউন্ড্রি, ১০) কৃষি ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক ব্যতীত ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত বয়স্ক, অদক্ষ, শ্রমিক এবং তরুন শ্রমিক, ১১) সিনেমা হল)। যার মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর থেকে ০৩টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প সেক্টরগুলো হলোঃ ১) পেট্রোল পাম্প, ২) সল্ট ক্রাশিং এবং ৩) জুট প্রেস এন্ড বেলিং। এছাড়া অবশিষ্ট ০৮টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির জীবন বৃত্তান্ত ও স’মিল শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির জীবনবৃত্তান্ত যাচাই বাচাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। কোল্ড স্ট্রোরেজ শিল্প সেক্টরের মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে এবং শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট ০৫টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি। (খ) ডাটাবেজ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে তৈরি করা হবে। সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) নতুন নতুন সেক্টর চিহ্নিতকরণপূর্বক শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য শ্রম অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।  |
| ২৪. | **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** (ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।(গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  | (ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৩৫৩১ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গকে মোট ১১.০৮ কোটি প্রায় টাকা প্রদান করা হয়েছে। (খ) বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ৪০৯ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে রয়েছে। (গ) অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।   |
| ২৫. | **কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** (ক) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  | (ক) যাচাই-বাছাই করে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। (খ) কেন্দ্রীয় তহবিল হতে জুলাই, ২০২০ মাসে মৃত্যুজনিত ৬৬ জন শ্রমিককে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা এবং শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ৬৭ জনকে ১৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  |
|  ২৬. | **মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ।** সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |  সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ২৭. | **সভায় উপস্থিতি** অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে। |  নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়।  |
| ২৮. | **মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।** মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন। |  মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।  |

স্বাঃ/-

২০-০৮-২০২০

 (ড. অশোক কুমার বিশ্বাস)

সিনিয়র সহকারী সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়